Preaching authentic Islamic Knowledge in the light of our pious-predecessors.

ইনশাআল্লাহ বাতিলের বিরুদ্ধে হাটি হাটি পা পা করতে করতে এগিয়ে যাবে আপনাদের প্রিয় এই iDEA.

Islamic Da'wah and Education Academy

শাইখুল আরব ওয়াল আজম শাইখুল ইসলাম

হযরত মাওলানা আহমাদ শফি দা.বা. সম্পর্কে

মতিউর রহমান মাদানির জঘণ্য বক্তব্য

ও আমাদের বিশ্লেষণ

কার ফতোয়ায় কে কাফের?

ইজহারুল ইসলাম আল-কাওসারী

পরিবেশনায়: ইসলামিক দাওয়াহ এন্ড এডুকেশন একাডেমি

(iDEA)

islamicdawahandedu@gmail.com

Fb. https://www.facebook.com/2014idea

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ সূরা নাসে কিছু বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সূরা নাসের বাংলা অর্থ:

১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার,

২) মানুষের অধিপতির,

৩) মানুষের মা'বুদের

৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে,

৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে

৬) জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

আল্লাহ পাক খান্নাস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন।

আমরা মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে মানবরূপী শয়তান ও খান্নাস থেকে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় চাই।

এরা খান্নাসদের কাজ হলো মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করা। আজকে এধরনের একজন খান্নাস সম্পর্কে আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছি। তিনি হলেন পিস টিভির বহুল আলোচিত ব্যক্তি মতিউর রহমান মাদানী। দুনিয়ার হকপন্থী এমন কোন দল নেই যাদেরকে কাফের-মুশরিকের ট্যাগ তিনি লাগাননি। এসবের বিচার আল্লাহ পাকই করবেন। অর্ধশত বছরের বেশি সময় ধরে যিনি বোখারী শরীফ পড়ান, বাংলাদেশের আলেমকুল শিরোমণি, হাজার হাজার আলেমের উস্তাদ শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা আহমাদ শফি দা. বা. কে নাস্তিক বলেছেন। আহমাদ শফি দা.বা. কে নাস্তিক বলার মতো দু:সাহস শাহবাগের নাস্তিকরাও দেখায়নি। অনেক সময় খান্নাসদের কাজ দেখে শয়তানও লজ্জিত হয়ে যায়। সারা জীবন যিনি হাদিসের দরস দেন, তাকে শয়তানও নাস্তিক বলার দু:সাহস দেখাবে না। আমরা সব কিছু বিচারের ভার আল্লাহ পাকের কাছে ন্যস্ত করছি। বোখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীস অনুযায়ী মানুষের কথাও পরকালে ওজন করা হবে। আর যারা এধরনের নিকৃষ্ট কথা বলে তাদের অবস্থা কী হবে আল্লাহ পাক ভালো

জানেন। তবে কোন মুসলমান যদি অন্য কাউকে কাফের ইত্যাদি বলে তার পরিণতি রাসূল স. হাদিস শরীফে উল্লেখ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর,তখন যাচাই করে নিও এবং যে,তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও।

তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর,বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরা ও তো এমনি ছিলে ইতিপূর্বে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্মের খবর রাখেন। {সূরা নিসা-৯৪}

হাদীসে রাসূল সাঃ যে ব্যক্তি কাফের না তাকে কাফের বললে, সেই কুফরী নিজের দিকে প্রত্যাবর্তন করে মর্মে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন-

لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك

হযরত আবু জর রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসুল সাঃ বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যদি কাউকে ফাসেক বলে, কিংবা কাফের বলে অথচ লোকটি এমন নয়,তাহলে তা যিনি বলেছেন তার দিকে ফিরে আসবে।

{সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৫৬৯৮}

রাসূল স. আরও বলেছেন,

إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما

যখন কোন মুসলমান তার মুসলিম ভাইকে বললো হে কাফের, তবে তাদের মধ্যে যে কোন একজন কাফের হয়ে যাবে।[সহীহ বোখারী, হাদীস নং ৬১০৩]

নবীজী স. কোন মুসলমানকে কাফের বলাকে তাকে ইচ্ছাকৃত হত্যার সমতুল্য বলেছেন। কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা শিরকের পরে সবচেয়ে বড় গোনাহ।

রাসূল স. বলেছেন,

ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله

কোন মু'মিনকে কাফের হওয়ার অপবাদ দেয়া তাকে হত্যার সমতুল্য।(বোখারী শরীফ, হাদীস নং ৬০৪৭)

এ ব্যাপারে আরও অনেক হাদীস রয়েছে। একজন মুসলমানকে কাফের বলা কত ভয়ঙ্কর এসব হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

তাকফিরের ব্যাপারে আলেমদের বক্তব্য:

১.আল্লামা মোল্লা আলী কারী রহঃ শরহে ফিক্বহুল আকবারে বলেন-

কুফরী সম্পর্কিত বিষয়ে, যখন কোন বিষয়ে ৯৯ ভাগ সম্ভাবনা থাকে কুফরীর, আর এক ভাগ সম্ভাবনা থাকে, কুফরী না হওয়ার। তাহলে মুফতী ও বিচারকের জন্য উচিত হল কুফরী না হওয়ার উপর আমল করা। কেননা ভুলের কারণে এক হাজার কাফের বেচে থাকার চেয়ে ভুলে একজন মুসলমান ধ্বংস হওয়া জঘন্য। [শরহু ফিক্বহুল আকবার-১৯৯]

২. আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. আল-বাহরুর রায়েকে লিখেছেন,

إذا كان في المسالة وجوه توجب التكفير، ووجه واحد يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير

অর্থাৎ কারও মাঝে যদি কাফের হওয়ার অনেকগুলো কারণ পাওয়া যায়, আর কাফের না হওয়ার মাত্র একটি কারণ পাওয়া যায়, তবে মুফতি কাফের না হওয়ার একটি কারণকে প্রাধান্য দিবে এবং কাফের না হওয়ার ফতোয়া দিবে। [আল-বাহরুর রায়েক, খ.৫, পৃ.১৩৪]

৩. কাযি শাওকানী রহ. বলেন,

اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار

অর্থাৎ কোন মুসলমান ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফের হওয়ার ব্যাপারে ফয়সালা দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার কুফুরীটা দিনের সূর্য থেকেও স্পষ্ট হবে না হবে।[আস সাইলুল জিরার, খ.৪, পৃ.৫৭৮]

অর্থাৎ সূর্যের আলোর চেয়ে কুফুরীটা স্পষ্ট হলে কেবল তাকে কাফের বলা যাবে। নতুবা কাউকে কাফের বলার দু:সাহস দেখাবে না।

৪. ইমাম বাকিল্লানি রহ. বলেন,

ولا يكفر بقول ولا رأي إلا إذا أجمع المسلمون على أنه لايوجد إلا من كافر، ويقوم دليل على ذلك، فيكفر

কারও মতামত বা বক্তব্যের আলোকে কাউকে কাফের বলা যাবে না। তবে মুসলমানরা যে বিষয়ের একমত হয়েছেন এটি কুফুরী ছাড়া কিছুই নয় এবং কুফুরীর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, কেবল তখনই কাউকে কাফের বলা যাবে। [ফাতাওয়াস সুবকি, খ.২, পৃ.৫৭৮]

আহমাদ শফি দা.বা সম্পর্কে মাদানির বক্তব্য:

আমরা এখানে শাইখুল ইসলাম আহমাদ শফি দা.বা. সম্পর্কে যা কিছু বলেছে সে সম্পর্কে ডেইলি সকাল নামে একটা পত্রিকার নিউজ,

[[আন্তর্জাতিক ইসলামিক চিন্তাবিদ শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী বলেছেন, হেফাজতে ইসলামের আমীর আহমদ শফি সবচেয়ে বড় নাস্তিক। শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী বলেছেন,কারন আহমদ শফি তার ফুয়ুযাতে আহমাদিয়াতে লিখেছেন ইল্লাল্লা-লা ইলাহা এবং এ কথার দ্বারা তিনি তার ভক্তদের যিকির করতে বলেছেন এটা সম্পুর্ণ কুফুরি কথা। রকম কালেমা আল্লাহ কোন সনদ বা দলীল নাযিল করেননি । না কোরআনুল কারীমে না রাসূলের হাদিসে। আহমদ শফি যা বলে যিকির করতে বলেছেন তার অর্থ:- ইল্লাল্লা অর্থ কিন্তু আল্লাহ আর লা ইলাহা অর্থ ইলাহ নেই । আহমদ শফির এমন যিকিরের কথা বলতে যেয়ে তিনি আরও বলেন, তার এরকম কথা একজন নাস্তিকের মত। মোট কথায় মতিউর রহমান মাদানী আহমদ শফির আক্বিদা মিললেন কালমার্সের সাথে। শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী আহমদ শফির লেখা ফুয়ুযাতে আহমাদিয়াতে পৃষ্ঠা নাম্বার ২৩ এ তিনি এরকম তথ্য পেয়ে এ মত প্রকাশ করেন।

শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী তার বক্তব্যে আরও বলেছেন, আহমদ শফি তার এরকম লেখাতে ফেরআউন এর চেয়েও বড় কুফুরি করেছেন।]]

লিংক: http://www.dailysokal.com/%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%A6-%E0%A6%B6%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%9C-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF/

নিচের লিংকে মাদানির বক্তব্য পাবেন,

https://www.facebook.com/photo.php?v=446096452158694

এই ভিডিওতে মাদানী যা বলেছে:

একটা প্রশ্ন ছিলো, ফুয়ূযাতে আহমাদিয়া, আহমদ শফির কিতাব এর ২৩ পৃ. আছে ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা। এটা তার ভক্তরা জিকির করতেছে।...

[[ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা এটা আহমদ শফির কিতাবে আছে? ফুয়ূযাতে আহমদিয়াতে.. যে আহমদ শফি যে ইসলামের হেফাজত করবে নিজের ইসলামেরই হেফাজন নাই। লিখছে যে.. কী? ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা এর যিকির করতে বলেছে ভক্তদেরকে। এটা কুফুরী কথা। এরকম কালেমা মা আনযালাল্লাহু বিহা মিন সুলতান, আল্লাহ এর কোন সনদ-দলিল নাজিল করেননি; না কুরআনে কারীমে, না রাসূলের হাদিসে। আর অর্থও কুফুরী। ইল্লাল্লাহ লা-ইলাহা। ইল্লাল্লাহ বললেন মানে..কী হলো? কিন্তু আল্লাহ, কিন্তু আল্লাহ; মাগার আল্লাহ। তারপরে লা-ইলাহা মানে ইলাহ নেই। শেষখানে আপনার মত হলো নাস্তিকতা। কোন ইলাহ নেই। আমার কোন ইলাহ-টেলাহ নেই। তাহলে ধর্ম হচ্ছে আফিম। এটা কার্লমাক্সের ধর্ম। আহমাদ শফির এই আক্বিদা মিলছে কার্লমার্ক্সের সাথে। ফুয়ূযাতে আহমাদিয়া, আহমদ শফির লেখা। পৃ.২৩। আমাদের ভাইয়েরা ইন্টারনেট থেকে, বাহির থেকে বলছেন। হ্যাঁ, যদি কারও তদন্ত করতে হয়, তদন্ত করেন। আমি তদন্ত করিনি, এজন্য নিজে থেকে বলিনি। আমি যতক্ষণ নিজে কিতাব না পড়ি ততক্ষণ বলি না।]]

ভিডিওটা ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করে রেখেছি। কারও প্রয়োজন হলে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন। কাউকে কাফের বলার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম বলেছেন সুর্যের আলোর চেয়ে স্পষ্ট না হলে কাউকে কাফের বলা যাবে না। আমাদের মতি চাচা কি সেটা করেছেন। আমাদের মতি চাচা ও তার ভক্ত এখানে কী কী খেলা দেখিয়েছেন, সেগুলো একে একে আলোচনা করছি। শুরুতে বলেছিলাম এদের কাছে শয়তানও হার মানবে। আমাদের আলোচনা শেষে বলবেন এরা শয়তানকে হার মানিয়েছে কি না? কত বড় জঘণ্য মিথ্যুক হলে এধরনের ডাহা মিথ্যা বানাতে পারে, এই সউদি দালালদের না দেখলে বোঝা যেত না। পেট্র-ডলারের লোভে মানুষ এতটা নীচে নামতে পারে? নিজের মধ্যে পশুত্ববোধ কতটা থাকলে ৯০ বছরের বেশি একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসকে কাফের বলা যেতে পারে? রাসূল স. বলেছেন, **يكونُ في آخِرِ الزمانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ . يأتونَكم من الأحاديثِ بما لم تَسْمَعُوا أنتم ولا آباؤُكم . فإيَّاكم وإيَّاهم . لا يُضِلُّونَكم ولا يَفْتِنُونَكم** অর্থাৎ অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে একদল মিথ্যুক দাজ্জালদের আবির্ভাব হবে, তারা এমন কথা বলবে যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ববর্তীরা কখনও শোনেনি। তোমরা অবশ্য তাদের থেকে বেচে থাকো। সাবধান, তারা যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করে এবং ফেতনায় না ফেলে। (মুসলিম শরীফের ভূমিকা)

রাসূল স. এধরনের মিথ্যুক দাজ্জালদের থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মিথ্যুকদের ফেতনা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন।- আমিন।

<u>আহমদ শফি সাহেব আসলে কী লিখেছেন:</u>

শাইখুল ইসলাম আল্লামা আহমাদ শফি দা.বা তার কিতাব ফুয়ূযাতে আহমাদিয়া বইয়ের ২৩ নং পৃ. **“যিকরে বারা তাসবীহ”** নামে একটা শিরোনাম দিয়েছেন। এই শিরোনামের অধীনে তিনি লিখেছেন,

[[আমাদের পূর্ববর্তী মাশাইখগণ যেহেতু বার শত বার ৩ তসবীহ আদায় করতেন, তাই একে বারো তাসবীহ বা যিকরে দুয়াযদাহ বলা হয় এবং এনামই প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে।কিন্তু পরবর্তী মাশাইখগণ এর সাথে আরও এক শত বৃদ্ধি করেছেন, যার ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হলো। ভোর রাত্রে উঠে প্রথমে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে। অত:পর চার খান্দানের মাশাইখগনের আত্মার উপর ইসালে সওয়াব করবে। তিনবার সূরা ফাতেহা, বারো বার সূরা ইখলাস পড়ে দুয়া করবে। এরপর চার জানু হয়ে বসে জিকির আরম্ভ করবে। সর্বপ্রথম لا إِلَه إِلَّاالله দুইশত বার আদায় করবে। আদায়ের নিয়ম হলো, لا إِلَه বলার সময় মুখকে ক্বলবের দিক থেকে শুরু করে ডান কাধের দিকে নিবে। সাথে সাথে এ খেয়াল করবে যে ক্বলব থেকে গাইরুল্লাহর মহব্বত দূর করে পিছনের দিকে নিক্ষেপ করলাম। তারপর ইল্লাল্লাহ বলে ক্বলবের উপর যরব মারবে। আর খেয়াল করবে যে আমার ক্বলবে একমাত্র আল্লাহর মহব্বতকেই জায়গা দিচ্ছি]

নিচের স্ক্রিনশট দু'টি লক্ষ্য করুন। এখানে আহমাদ শফি সাহেব কোথায় বলেছেন ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা যিকির করতে?

১. প্রথমত: তিনি মোটা অক্ষরে শিরোনাম দিয়েছেন যিকরে বারা তাসবীহ।

২. দ্বিতীয়ত: তিনি এই বারো তাসবীহ আদায়ের বিস্তারিত নিয়ম বলে দিয়েছেন।

যারা বাংলা আরবী টাইপিং করেন তারা জানেন বাংলার ভিতর ডান থেকে আরবী লিখতে গেলে শব্দ আগে পরে গড়মিল দেখা দেয় । এখানে লেখা আছে আরবীতে(লা ইলাহা ইলাল্লাহ) অর্থাত বাম থেকে বাংলার মত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ । আর যদি ডান থেকে পড়া হয় তখন মতি মাদানীর ইচ্ছাকৃত বিকৃতি সাধন করেসেটা হবে ইল্লাল্লাহ লাইলাহা । এরপরেই বলা হয়েছে " আদায়ের নিয়ম হল (লা ইলাহা) বলার সময় মুখকে ক্বলবের দিক থেকে........ (ইল্লাল্লাহ) বলে ক্বলবের উপর যরব মারবে । আর খেয়াল করবে আমার ক্বলবে একমাত্র আল্লাহর মুহাব্বতকেই জায়গা দিচ্ছি" ।

وترضى يا كريم

একশত বার দৈনিক আদায় করবে।

যিকরে পাছে আনফাছ

দরূদ শরীফ তিন বার, সূরায়ে ফাতেহা তিন বার, সূরায়ে ইখলাস তিন বার, ১২ (বার) দরূদ শরীফ তিন বার পড়তঃ নিম্নের দু'আটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ نَفِّعْنِیْ هٰذَا بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ وَاجْعَلْهُ هَدِيَّةً لِمَشَائِخِ الطَّرِيْقَةِ وَبِحُرْمَتِهِمْ طَهِّرْ قَلْبِیْ عَنْ سِوَاكَ وَنَوِّرْهُ بِاَنْوَارِ مَعْرِفَتِكَ وَعِشْقِكَ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ

এভাবে শ্বাস গ্রহণ করবে যেন আওয়াজ ও জিহ্বা নড়াচড়া করা ব্যতীত 'আল্লা' শব্দটি সৃষ্টি হয় এবং শ্বাস ফেলার সময় 'হু' অক্ষরটি সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য: মুখ দ্বারা যদি নিঃশ্বাস নেয়া হয়, তবে ঠোঁট খোলা রেখে জিহ্বাকে তালুর সাথে লাগিয়ে রাখবে। আর যদি নাকের মাধ্যমে শ্বাস নেয়া হয়, তাহলে মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখবে। এই তাসবীহে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য প্রথমতঃ অযু করে কিবলামুখী হয়ে অন্ততঃ এক ঘণ্টা এভাবে করবে। অতঃপর চলাফেরা, উঠা-বসা সর্বাবস্থায় তা জারী রাখবে। অযু থাকুক বা না থাকুক, এ তাসবীহটি এত বেশী আদায় করবে, যাতে করে একটি শ্বাস ও যিকির থেকে খালি না থাকে। বস্তুতঃ শ্বাস আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে যিকির করা হয়, তদ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করাই হচ্ছে মৌলিক উদ্দেশ্য যে, هُوَ الظَّاهِرُ তিনি (আল্লাহ্) আকৃতি ও প্রকৃতি ছাড়া যেমনিভাবে মানুষের আত্মার বাইরে অস্তিত্বশীল ও বিদ্যমান, তেমনিভাবে هُوَ الْبَاطِنُ তিনি মানুষের কলবের ভিতরেও বিদ্যমান। 'যিকরে পাছে আনফাছ' এমন একটি যিকর: কোনদিন যার সমাপ্তি ঘটবে না। এমনকি জান্নাতবাসী জান্নাতে প্রবেশান্তে অনন্তকাল 'যিকরে পাছে আনফাছ' করতে থাকবে। বেহেশতে প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথেই থাকবে যিকির। জান্নাতে কোন বস্তুর প্রয়োজন হলে যিকির দ্বারা তা চাওয়া হবে। যেমন পানির প্রয়োজন হলে, سبحان الله খানার প্রয়োজন হলে, الحمد لله বললে। ফেরেশতারা তা বুঝে নেবে এবং চাহিদার বস্তু হাযির করে দিবে। আল্লাহ্ বলেন; دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- মূল কথা হলো: আল্লাহর যিকির হচ্ছে খাঁটি মু'মিনের আলামত। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান যে এরূপ করে না, বলুন যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে; যারা বুদ্ধিমান। اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ যারা ঈমানদার তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয়, তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (سجدة) অর্থাৎ কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা আয়াতসমূহদ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا - হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ এ জাতীয় আয়াতসমূহদ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, অধিক যিকির, মুরাকাবা, মুহাসাবা এবং অধিক নফল নামায শরীয়তে একান্ত কাম্য। বরং যাদের অন্তরে খুশু-খুযু, খোদার ভয়, অধিক যিকির ও রাত্রি জাগরণের আমল নেই, তারা প্রকৃত মু'মিন হতে পারে না।

যিকরে বারা তাসবীহ্

আমাদের পূর্ববর্তী মাশাইখগণ যেহেতু বারো শতবার এ তাসবীহ্ আদায় করতেন, তাই একে বার তাসবীহ্ বা 'যিকরে দু'আযদাহ্' বলা হয় এবং এ নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু পরবর্তী মাশাইখগণ এর সাথে আরো একশত বৃদ্ধি করেছেন, যার ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হলো।

শেষ রাতে উঠে প্রথমে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে। অতঃপর চার খানদানের মাশাইখগণের আত্মার উপর ইসালে সাওয়াব করবে, তিনবার সূরায়ে ফাতেহা, বারো বার সূরায়ে ইখলাস পড়ে দু'আ করবে। এরপর চার জানু হয়ে বসে যিকির আরম্ভ করবে। সর্বপ্রথম لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ দুইশত বার আদায় করবে। আদায়ের নিয়ম হলো لَا اِلٰهَ বলার সময় মুখকে কলবের দিক থেকে শুরু করে ডান কাঁধের দিকে নিবে। সাথে সাথে এ খেয়াল করবে যে, হৃদয় থেকে

গায়রুল্লাহর মুহাব্বত দূর করে পিছনের দিকে নিক্ষেপ করলাম। তারপর اِلَّا اللّٰهُ বলে কলবের উপর যরব মারবে, আর খেয়াল করবে যে আমার কলবে একমাত্র আল্লাহর মুহাব্বতকেই জায়গা দিচ্ছি। ১৫/২০ বার যিকির করার পর পর এ কলমে سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এ বাক্যটির পূর্বে একটি শব্দ গোপন থাকবে। তা হলো وسيلتنا অর্থাৎ আমাদের উসীলা হলেন আমাদের সর্বাধিক প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর শুধু اِلَّا اللّٰهُ এর যিকির চারশত বার কলবের উপর যরব দিয়ে। তারপর যিকরে ইসমে যাত অর্থাৎ اَللّٰهُ اَللّٰهْ ছয়শত বার এভাবে বলবে যে, প্রথমে আল্লাহ্ শব্দের ه(হা) এর উপর পেশ দিয়ে, দ্বিতীয় আল্লাহ্ শব্দের ه (হা) কে সাকিন করে পড়বে। এখানেও কলবের উপর যরব দিতে হবে। অতঃপর শুধু اَللّٰهْ আল্লাহ্ সাকিনের সাথে একশত বার। এরপর দু'আ করবে এবং ফজরের নামাযের অপেক্ষা করবে। উল্লেখ্য: যিকরে বার তাসবীহ'র মধ্যে মাঝে মধ্য সময় اَللّٰهُ حَاضِرِيْ، اَللّٰهُ نَاظِرِيْ، اَللّٰهُ مَعِيْ এবং খোদাপ্রেম সম্পর্কিত شعر পড়তে পারে এবং সম্ভব হলে শেষভাগে নিম্নের দু'আটিও পড়তে পারে।

يَا رَبِّ اَنْتَ مَقْصُوْدِيْ تَرَكْتُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ لَكَ اَتْمِمْ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَارْزُقْنِيْ وَصْلَكَ التَّامَّ وَرِضًى لَا سَخَطَ بَعْدَهٗ اَبَدًا يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ

যিকরে লিসানী বা যিকরে ইসমে যাত

দৈনিক কমপক্ষে বার হাজার اَللّٰهُ اَللّٰهُ এর যিকির করা, এমনিভাবে ২৫ হাজার, ৩০ হাজার,৫০ হাজার, ১লাখ ২৫ হাজারও করা যেতে পারে। এর সময় হলো আসরের পর থেকে মাগরিবের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। অবশ্য অন্য সময়ও এ তাসবীহ্ আদায় করা যায়। এর জন্য উত্তম পন্থা হলো ১০০০ (এক হাজার) সংখ্যার একটি তাসবীহ্ বানিয়ে এক জায়গায় কিবলামুখী হয়ে বসে তা আদায় করা। অবশ্য একই মজলিসে সবগুলো আদায় করা জরুরী নয়। পুরো দিনের মধ্যে সর্বমোট ১২/২০/২৫/৫০ হাজার হলে চলবে। তবে ধারাবাহিকভাবে করতে হবে।

যিকরে কলবী: যার কেন্দ্র হলো বাম স্তনের নিচে এবং যিকরে রূহী: যার কেন্দ্র হলো ডান স্তনের নিম্নভাগ। যিকরে কলবী'র তরীকা হচ্ছে: স্তনের ৪ আঙ্গুল নীচে যেহেতু কলব থাকে, আর কলব থেকে সর্বক্ষণ আল্লাহ্ শব্দ বের হতে থাকে। কারণ যাতে মুহাব্বাত(আল্লাহ) হচ্ছে কলবের মাহবুব। প্রবাদ আছে, مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرَهٗ যে যাকে মুহাব্বত করে, সে তাকে বেশী বেশী স্মরণ

করে। তাই কলব অস্থির হয়ে আল্লাহকে বার বার জপতে থাকে। সুতরাং কলবের উপর হাত রেখে কলবের প্রতিটি স্পন্দনের সাথে সাথে আল্লাহ্ আল্লাহ্ খেয়াল করবে। দৈনিক কমপক্ষে দু'হাজার বার এভাবে করতে থাকবে। চাই একই বৈঠকে হোক কিংবা একাধিক বৈঠকে।

مراقبه معيت মোরাক্বাবায়ে মা'য়িয়্যাতঃ

পূর্বে বর্ণিত যিকিরগুলো হচ্ছে, ইসম্ অর্থাৎ 'নাম' এর যিকির। তবে এ যিকিরটি হচ্ছে مسمى অর্থাৎ নামযুক্ত সত্তার প্রতি মনোনিবেশ করা। যিনি সর্ব গুণাবলীর অধিকারী এবং দোষ-ত্রুটিমুক্ত। তিনি গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত ও সর্বজ্ঞ। তিনি সমস্ত বস্তুকে বেষ্টন ও নিয়ন্ত্রণ করেন এবং এগুলো সম্পর্কে তিনি পুরোপুরিভাবে অবহিত। তিনি মানুষের শাহরগ অপেক্ষাও অধিক নিকটতর। তিনি মানুষের কলবেও বিদ্যমান। তিনি সর্বপ্রকার বস্তু-দ্রব্য এবং আকার-আকৃতি ও রূপ-গঠন থেকে পাক-পবিত্র। তিনি সম্পূর্ণ কিছু অবলোকন করেন এবং সব বস্তু সম্পর্কে জানেন।

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى - وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ - اَلَا اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

এ জাতীয় আয়াতসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তিনি সর্বত্র বিদ্যমান এবং সব কিছু জানেন ও দেখেন। তাই এই আয়াতগুলোর দিকে লক্ষ্য করে এর ধ্যান করবে। অন্ততঃ দৈনিক আধা ঘণ্টা নির্জনে আদবের সাথে বসে এ ধারণা ও খেয়াল করবে, যাতে করে তার নৈকট্য অর্জন হয়ে যায়।

ہست رب الناس را با جان ناس اتصالے بے تکلف بے قیاس

মানুষের সাথে এমন যোগাযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে, যা বাহ্যিক যোগাযোগ ও সম্পর্কের ঊর্ধ্বে। ফায়েদাঃ 'যিকরে ইসমে যাত' এর মধ্যে হ্রাস ও ঘাটতি হলেও যিকরে مسمى অর্থাৎ যিকরে معيت এর মধ্যে ঘাটতি না হওয়া চাই, যাতে করে ইহসান ও খোদা পরিচিতি বৃদ্ধি পায়।

'নূর' ও 'তাক্বওয়া' (খোদাভীতি) অর্জনের পদ্ধতি

পবিত্র কুরআন মজীদে তাক্বওয়া ও বিশ্বাস অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন; আল্লাহ্ বলেন;

এখানে স্পস্ট বোঝা যাচ্ছে টাইপিং এর ক্ষেত্রে এলাইনমেন্টের কারণে এই ভুলটা হয়েছে। এই ভুলটা কে করেছেন? আহমাদ শফি সাহেব, না কি যে টাইপ করেছে? এই ভুলের কারণে কোথাও কি বোঝা যাচ্ছে যে কালেমা পরিবর্তন করে ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা বানানো হয়েছে? খান্নাসটা এতো বড় একজন বুযুর্গকে ফেরআউনের চেয়ে নিকৃষ্ট বলার জন্য নিজে কিতাবটা দেখার প্রয়োজন মনে করেনি। এর আগে পরে কী লেখা আছে, সেটাও সে দেখেনি। এর চেয়ে মারাত্মক খান্নাস খুজে পাওয়া মুশকিল। এবার আসুন মতিউর রহমানের প্রত্যেকটা কথার বিশ্লেষণ করি।

খান্নাসটা এতো বড় অজ্ঞ যে বারো তাসবীহ কাকে তাও জানে না। বারো তাসবীহের যিকিরে ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা নামে কোন যিকির নেই। আর ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা শব্দটি কখনও কারও যিকির হতে পারে না। এই খান্নাসটা যদি অন্তত বারো তাসবীহ সম্পর্কে জানতো তবে সে কখনও এধরনের জঘন্য কথা বলতে পারতো না। দ্বিতীয়ত: এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, প্রথমে লা ইলাহা বলবে এরপর ইল্লাল্লাহ বলবে। সে কেন এটা খেয়াল করলো না? সূর্যের মতো একটা স্পষ্ট বিষয়কে এই অন্ধ খান্নাস কুফুরী বানিয়েছে। আল্লাহ পাকের কাছে মামলা দায়ের করছি, হে আল্লাহ এই আমাদের উস্তাদ ও শায়খ, সকলের উস্তাদ শাইখুল ইসলাম আহমাদ শফি দা.বা. এর সাথে যেই খান্নাস এমন বেয়াদবি করেছে, তাকে তওবা করার তৌফিক দিন। কপালে হেদায়াত থাকলে হেদায়াত দান করুন। হেদায়াত না থাকলে কাফের মুশরিকদের এই দালালকে তাদের মতোই লাঞ্ছিত করুন।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কাউকে কাফের বলার জন্য অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ উপস্থাপনের পরই তাকে কাফের বলা যাবে। নতুবা যে কাফের বলবে সেই কাফের হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বারো তাসবীহের যিকির কী?

আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা মুফতী নুরুল আমিন সাহেব দা.বা এর আল্লাহর মহব্বত লাভের সহজ উপায় বইয়ের ২৯২ পৃষ্ঠায় বারো তাসবীহের জিকিরের বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে

১. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২০০ বার (১০-১৫ বার পরে পরে পূর্ণ কালেমা)

২. ইল্লাল্লাহ-৪০০ বার।

৩. আল্লাহু আল্লাহ ৬০০ বার।

৪. আল্লাহ-১০০ বার।

এই বারো তাসবীহের কোথায় বলা হয়েছে যে ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা বলতে হবে?

তের তাসবীহ যিকির করার তরীকা শারীরিক ডাক্তারদের ন্যায় ওলী-মুর্শিদ ও পীর-মাশায়েখ তথা আত্মিক ডাক্তারগণও রূহানী রোগীর জন্য এই কালিমার অজীফা দিয়ে থাকেন। চিশতিয়া সিলসিলার মাশায়েখের নিকট ১৩ তাসবীহের যিকির খুব প্রসিদ্ধ। আর তা হল প্রথম দুই'শ বার, لاإله إلاالله "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। পরবর্তী চার'শ বার শুধু إلاالله "ইল্লাল্লাহ"। তারপর ছয়'শ বার الله الله "আল্লাহু আল্লাহ্" এবং সর্ব শেষ এক'শ বার লম্বা টানে শুধু آلله "আল্লাহ"। এই মোট ১৩শত বার। এটাকেই ১৩ তাসবীর যিকির বলে। (শরীয়ত ও তরীকত) ১৩ তাসবীহের আমল আমাদের বিগত সমস্ত আকাবের, ওলী-মুর্শিদ পীর মাশায়েখগণ, বুযুর্গানেদ্বীন ও সকল আউলিয়ায়ে কেরাম নিয়মিত করতেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ আমল জারি রেখে ধন্য হয়েছেন। যেমন হযরত শাহ ওলী-উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহ.) ও তাঁর বংশধরসহ ততকালিন সকল পীর মাশায়েখগণ ও ওলামা কেরাম

(১) হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ঝানঝানবী (রহ.)

(২) হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ)

(৩) কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ)

(৪) কাসেমূল উলূম হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতভী (রহ.)

(৫) হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহিম রায়পুরী (রহ)

(৬) শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারাণপূরী পরে মাদানী (রহ.)

(৭) হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.)

(৮) তাবলীগের বানী হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)

(৯) শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা জাকারিয়া (রহ.)

(১০) তাবলীগের দ্বিতীয় আমীর হযরতজী মাওলানা ইউসূফ (রহ.)

(১১) তাবলীগের তৃতীয় আমীর হযরতজী মাওলানা ইনামুল হাসান (রহ)

সহ প্রমুখ আকাবের ও বুযুর্গানে কেরাম সকলেই আজীবন এ ১৩ তাসবীহের যিকির করে গেছেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে সকাল বিকাল তিন তাসবীহের আমল করে একটি স্তরে উপনিত হয়ে থাকেন। তাঁদেরকে তাঁদের শায়েখ ১৩ তাসবীহের যিকির শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তার পর ধাপে ধাপে অন্যান্য সবক দিয়ে থাকেন, ফলে তাঁদের যিকিরের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এমনকি অনেক আকাবের বুযুর্গগণের তরীকায় চব্বিশ হাজার পর্যন্ত যিকির করার নিয়ম রয়েছে।

ইল্লাল্লাহ নিয়ে এক তথাকথিত তাউহিদবাদীর সাথে আমার কথোপকথন:

মুফতি জসীম উদ্দীন রাহমানীসহ তথাকথিত সালাফীদের একটি বক্তব্য হলো, যে বলল লা ইলাহা, সে কাফের, আবার যে বলল ইল্লাল্লাহ সেও কাফের। এই কথা বলে তারা চরমোনাইসহ চার তরিকার সমস্ত বুযুর্গ ও আলেমকে কাফের বলে থাকে। উল্লেখ্য, তাসাউফের প্রত্যেক বুযুর্গই ইল্লাল্লাহ এর জিকির করে থাকেন। আমাদের পররবর্তী আলোচনায় মতি চাচার আরবী ভাষা জ্ঞান, কালেমা সম্পর্কে তার জ্ঞানের দৌড় ইত্যাদি বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো। এর আগে এক তাউহিদবাদী ভাইয়ের সাথে আমার কিছু আলোচনা ।

এক ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি বললেন, শুধু ইল্লাল্লাহ বললে কাফের হয়ে যাবে। আমি বললাম, শুধু ইল্লাল্লাহ বললে কাফের হবে কোথায় পেলেন? একটা আয়াত বা হাদীস দেখান। তিনি বললেন, কোন আয়াত বা হাদীসে তো নেই যে, ইল্লাল্লাহ বললে কাফের হয়ে যাবে। আমি বললাম, তাহলে আপনি কীসের ভিত্তিতে বললেন? আপনি দাবি করেন যে, সব কিছু কুরআন ও হাদিস থেকে দেখাবেন। এখান কুরআন হাদিসের দলিল ছাড়া কীভাবে কাফের বললেন?

তিনি বললেন, আমার কাছে তো কুরআন হাদিসের দলিল নেই, তবে যুক্তি আছে। আমি বললাম, আপনার যুক্তি কী?

সে বললো, ইল্লাল্লাহ মানে হলো আল্লাহ ছাড়া। শুধু ইল্লাল্লাহ বললে আল্লাহ ছাড়া সব কিছুকে স্বীকার করে নেয়া হয়।

আমি বললাম, এই অর্থটাকি আপনি আবিষ্কার করলেন না কি এর কোন প্রমাণ আছে? কোন অভিধানে লেখা আছে ইল্লাল্লাহ শব্দের অর্থ আল্লাহ ছাড়া?

তিনি বললেন, আমি তো কোন অভিধান থেকে বলিনি।

আমি বললাম, প্রমাণ ছাড়া নিজের থেকে কালিমার অর্থ বিকৃত করলেন আপনি। আর আরেকজনকে কাফের বলছেন?

তখন তিনি আমতা আমতা করতে লাগলেন।

আমি বললাম, যখন লজিক দেখাবেন তখন সঠিক লজিক দেখানোর চেষ্টা করবেন। আপনি জানেন, প্রত্যেক ভাষায় কিছু শব্দ আছে। শব্দগুলো পরস্পর মিলে একটা বাক্য তৈরি করে। একটি সম্পূর্ণ বাক্য হলেই মানুষের মনের ভাব প্রকাশিত হয়। অসম্পূর্ণ বাক্য দ্বারা কখনও মনের ভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। যেমন, আমি যদি সারাদিন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বলতে থাকি, আপনি এর দ্বারা আমাকে সত্য-মিথ্যা কিছুই বলতে পারেন না। কিন্তু আমি যদি বলি, আব্দুল্লাহ ভালো মানুষ। তখন একটি বাক্য হয়ে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশিত হবে। আব্দুল্লাহ যদি আসলেই ভালো হয়, তবে আমি সত্যবাদী হবো। আর যদি আব্দুল্লাহ ভালো না হয়, তখন আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারেন। শুধু আব্দুল্লাহ এক লক্ষ বার বললেও আপনি আমাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী কিছুই বলতে পারবেন না। কারণ আপনি গায়েব জানেন না যে আমি পরবর্তী শব্দে কী বলবো।

এবার বলুন, ইল্লাল্লাহ শব্দটি কোন বাক্য কি না? তিনি বললেন, না। ইল্লাল্লাহ কোন বাক্য নয়। এখানে মাত্র দুটো শব্দ আছে। একটা হলো, ইল্লা, আরেকটা আল্লাহ। এককভাবে ইল্লা কোন অর্থ প্রকাশ করে না। আল্লাহ শব্দের অর্থ বলার প্রয়োজন নেই। এই দু'টো শব্দ বলার দ্বারা আপনি কী বুঝেছেন?

আপনি যদি বলেন, আমি সম্পূর্ণ বাক্য বুঝেছি, তাহলে আমি বলবো, আমি তো পুরো বাক্য বলিনি। আর যদি বলেন, এটা কোন বাক্যই না, তাহলে দু'টো শব্দের উপর ভিত্তি করে একজন মুসলমানকে কেন কাফের বললেন? কাফের বলার ঠিকাদারি নিছেন?

আপনি যদি গায়েব জানতেন, তবে মেনে নিতাম যে পুরো বাক্য না বললেও আপনি তার অন্তরে কী আছে জেনে ফেলেছেন। আর গায়েব না জানেন, তাহলে বলবো, আপনি কালেমার অর্থ জানেন না। রাসূল স. বলেছেন, কোন মুসলমানকে কাফের বললে এদের যে কোন একজন কাফের। আপনি কালেমার অর্থ না জানার কারণে নাউযুবিল্লাহ আপনার ব্যাপারে রাসূল স. এর এই কথা সত্য না হয়। এখনই সাবধান হয়ে যান। আপনি বলেছেন, ইল্লাল্লাহ এর অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া সব ইলাহ আছে। এই অর্থ যদি উদ্দেশ্য নেন, তাহলে পুরো কালেমার অর্থ করুন। লা ইলাহা শব্দের অর্থ কোন ইলাহা নেই। আর ইল্লাল্লাহ শব্দের অর্থ আল্লাহ ছাড়া সব ইলাহা আছে। এবার আপনার এই অর্থ দুটোকে একত্রে বলুন, "কোন ইলাহা নেই, আল্লাহ ছাড়া সব

ইলাহ আছে”। নাউযুবিল্লা। ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ। এবার বলুন, আসল কুফুরী কে করেছে? আপনি যদি আসলেই কালেমার এমন অর্থে বিশ্বাস করেন, তাহলে কুফুরী আপনি করছেন।

তথাকথিত এই তাউহীদবাদী আমার কথায় একেবারে থ’ হয়ে গেলেন।

মতি চাচার আরবী জ্ঞান:

আমি মতি চাচার আরবি ভাষা জ্ঞান দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আমি পৃথিবীর তাবৎ মুসলিম-অমুসলিম, আরবী অনারবী সবাইকে বলবো, আপনারা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা এর অর্থ বলুন। আপনারা যারা আমার লেখাটি পড়ছেন, আরবী জানা যে কারও কাছ থেকে অর্থটি সংগ্রহ করুন। আমি চ্যালেন্জ করছি, তারা এর কোন অর্থ করতে পারবেন না। আর যদি অর্থ করেন, তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ করতে হবে। কারণ এখানে মুসতাসনাকে আগে আনা হয়েছে এবং মুসতাসনা মিনহুকে পরে। এই তাকদিম তা’খীরের কারণে আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দটিই বিশুদ্ধ নয়। কিন্তু এরপরও কেউ যদি অর্থ করে, তবুও এর অর্থ হবে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই ।আমি পৃথিবীর আরবি-অনারবি সবাইকে চ্যালেন্জ করলাম তারা এর বাইরে অন্য কোন অর্থ করে দেখাক।

এবার আমাদের মতি চাচার আরবি জ্ঞান দেখুন,

[[ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা এর যিকির করতে বলেছে ভক্তদেরকে। এটা কুফুরী কথা। এরকম কালেমা মা আনযালাল্লাহু বিহা মিন সুলতান, আল্লাহ এর কোন সনদ-দলিল নাজিল করেননি; না কুরআনে কারীমে, না রাসূলের হাদিসে। আর অর্থও কুফুরী। ইল্লাল্লাহ লা-ইলাহা। ইল্লাল্লাহ বললেন মানে..কী হলো? কিন্তু আল্লাহ, কিন্তু আল্লাহ; মাগার আল্লাহ। তারপরে লা-ইলাহা মানে ইলাহ নেই। শেষখানে আপনার মত হলো নাস্তিকতা। কোন ইলাহ নেই। আমার কোন ইলাহ-টেলাহ নেই। তাহলে ধর্ম হচ্ছে আফিম।]]

নিরেট পাগল ও নির্বোধ ছাড়া এধরনের শব্দের কেউ এই অর্থ করতে পারে না। আমি আবারও বলছি, আপনি ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা এর অর্থ আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী করুন, সেটা যদি

মাদানির বক্তব্যের ধারে-কাছেও যায়, তবে আপনার কোটি টাকার চ্যালেন্জ মাথা পেতে নেবো। মতি ভক্তরা তাদের তাবৎ দুনিয়ার আরবি সাহিত্যিকদের একত্র করে এভাবে অর্থ করতে পারেন কি না চেষ্টা করে দেখুন। আমি অপেক্ষায় রইলাম।

কার ফতোয়ায় কে কাফের?

মতি চাচার এই অর্থের কারণে তার ভক্তরা তাকেও কাফের বলতে বাধ্য হবে। কারণ তিনি কালেমা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা থেকে যে অর্থ নিয়েছেন, সেটা কালিমার অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইল্লাল্লাহ লা ইলাহার অর্থ যদি কুফুরী হয়, তবে নাউযুবিল্লাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থও কুফুরী। কারণ আরবী বাক্য অনুযায়ী দু'টো বাক্যের অর্থই এক। সুতরাং যে ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা কে কুফুরী বলে, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকেও কুফুরী বলেছে। এবার বলুন কার ফতোয়ায় কে কাফের? এখান থেকে আমরা রাসূল স. এর বক্তব্যের সত্যতা দেখতে পাই। কোন মুসলমানকে কাফের বললে তাদের যে কোন একজন কাফের হয়ে যাবে। এখানে কালেমাকে অস্বীকার করে কাফের হলো কে? আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা বললে যে অর্থ হবে কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থও হুবহু এক। ইল্লাল্লাহ লা ইলাহাকে কুফুরী বলার দ্বারা কালেমাকে কুফুরী বলা হয়েছে। মতি ভক্তরা আমার চ্যালেঞ্জের জবাব দিবেন বলে আশা রাখি।

কালেমা সম্পর্কে মতি চাচার জ্ঞানের দৌড়:

আমি এই আলোচনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ লিখছি। এর থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন তথাকথিত এই তাউহীদের দাবিদাররা কালেমা সম্পর্কে কতটা অজ্ঞ। এরা সব-সময় কালেমার দ্বিতীয় অংশ ইল্লাল্লাহ এর অর্থ করে আল্লাহ ছাড়া। এই অংশের অর্থ যদি আল্লাহ ছাড়া তাহলে প্রথম অংশেও বলা হয়েছে কোন ইলাহ নেই। দুটো অংশ মিলালে কালেমা দ্বারা কোন তাউহিদ প্রমাণিত হয় না। একবার রাহমানি সাহেবের বক্তব্য শোনার জন্য তার হাতেম বাগ মসজিদে গিয়েছিলাম। তিনি সেখানে জু'মার খুতবায় তাসাউফের উলামায়ে কেরামকে নিয়ে শুধু তামাশাই করেননি, রীতিমত তাদেরকে কাফেরও বলেছেন। তিনি বলেন, যে বলে লা ইলাহা সে কাফের, আবার যে বলে ইল্লাল্লাহ সেও কাফের। একজন সাধারণ মানুষের কাছে তারা ইল্লাল্লাহ

এর অর্থ করে আল্লাহ ছাড়া।এবার বুঝুন যারা কালেমার অর্থটা বিশুদ্ধভাবে করতে পারে না, তারা সমাজে নিজেদেরকে বড় বড় দায়ী হিসেবে পেশ করে। তাদের আচরণ বড়ই বিস্ময়কর।

সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত যে কালেমার দু'টি রুকন বা মূল রয়েছে। একটাকে নফি আরেকটা ইসবাত বলে। লা ইলাহা হলো নফি, আর ইল্লাল্লাহ হলো ইসবাত। নফি এর অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সব বস্তু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। আর ইসবাতের অর্থ হলো, একমাত্র আল্লাহ তায়াকে ইবাদতের উপযুক্ত বিশ্বাস করা। লা ইলাহা বলার দ্বারা সব মিথ্যা প্রভূদেরকে অস্বীকার করা হয়। একে নফি বলে। আর ইল্লাল্লাহ বলার দ্বারা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে ইবাদতের উপযুক্ত বিশ্বাস করা হয়।

উলামায়ে সর্বসম্মত বক্তব্য হলো কালেমার ইল্লাল্লাহ দ্বারা ইসবাত সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে প্রভূ হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। আর একারণেই তাসাউফের বুযুর্গরা নফি-ইসবাতের যিকিরের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এককভাবে ইল্লাল্লাহ বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইবাদতের উপযুক্ত হিসেবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই মেনে নেয়া। কালেমার রুকন সম্পর্কে পৃথিবীর সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত। আমি মতি চাচার উস্তাদ বা বাপ যারা রয়েছেন, তাদের বক্তব্য উল্লেখ করছি। ইল্লাল্লাহ দ্বারা তাউহিদ প্রমাণিত হয় না কি মতি চাচার মতো কুফুরী প্রমাণিত হয়, সালাফি আলেমদের বক্তব্য থেকে দেখুন।

পৃথিবীর বিখ্যাত বিভিন্ন সালাফি আলেমদের বক্তব্য নিম্নরূপ:

১. সালাফি আলেমদে শিরোমুকুট ***মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী*** আল-উসুলুস সালাসা কিতাবে লিখেছেন,

ومعناها لا معبود بحق إلا الله "لا إله " نافياً جميع ما يعبد من دون الله.
"إلا الله " مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه

অর্থাৎ এর অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই। "লা ইলাহা" দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য সব মা'বুদকে অস্বীকার করা হয়। "ইল্লাল্লাহ" শব্দ দ্বারা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ইবাদতের উপযুক্ত মেনে নেয়া হয়।

[আল-উসুলুস সালাসা, পৃ.]

২. **হাফেজ হাকামী রহ.** মায়ারিজুল কুবুলে লিখেছেন,

فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله
"لا إله " نافيا جميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد "إلا الله" مثبتا العبادة لله فهو الإله الحق المستحق للعبادة

অর্থ: লা ইলাহার অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। "লা ইলাহা" দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য সব মা'বুদকে নফি বা অস্বীকার করা হয়। "ইল্লাল্লাহ" দ্বারা সমস্ত ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য একথার ইসবাস বা স্বীকৃতি দেয়া হয়। সুতরাং ইল্লাল্লাহ দ্বারা স্বীকৃতি দেয়া হয় যে, ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র সত্তা হলেন আল্লাহ তায়ালা। [মায়ারিজুল কুবুল, খ.২, পৃ.৪১৬]

৩. সউদি আরবের বিখ্যাত মুফতি **শায়খ আব্দুল আজিজ বিন বায রহ.** তার আদু-দুরুসুল মুহিম্মা-তে লিখেছেন

نافياً جميع ما يعبد من دون الله " لا إله "
مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له " إلا الله "

লা ইলাহা দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয়, তাদের সবাইকে অস্বীকার করা এবং ইল্লাল্লাহ দ্বারা যাবতীয় ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য প্রতিষ্ঠিত করা, এতে তার কোন শরিক নেই।

[আদ-দুরুসুল মুহিম্মা, পৃ.৪]

لا الله إلا الله এর শর্তাবলীর বর্ণনাসহ শাহাদাত বাক্যদ্বয়ের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করা। 'লা-ইলাহা' দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয়, তাদের সবাইকে অস্বীকার করা এবং 'ইল্লাল্লাহ' দ্বারা যাবতীয় এবাদত একমাত্র আল্লাহুর জন্য প্রতিষ্ঠিত করা, এতে তাঁর কোন শরীক নেই।

কিতাবটি বাংলায় পাওয়া যাবে।

লিংক,

http://www.islamhouse.com/344661/ar/bn/books/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9

এছাড়াও **শায়খ সালেহ আল ফাউজান** ইয়ানাতুল মুসতাফিদ নামক কিতাবে হুবহু একই কথা বলেছেন।

এই আলোচনার পর একটু ইনসাফের সঙ্গে বলুন, আমাদের মতি চাচা কালেমা তাইয়্যেবা সম্পর্কে কত বিশাল জ্ঞান নিয়ে সারা দুনিয়ার মানুষকে কাফের মুশরিক বলার ঠিকাদারি নিয়েছে? যেই লোকটা শুদ্ধভাবে কালেমার অর্থ করতে পারে না, তিনি কি না আহমাদ শফি দা.বা এর ভুল ধরতে আসে? দুনিয়া কতো প্রকারের নির্বোধ লোক থাকতে পারে এদের না দেখলে হয়তো অজানা থেকে যেতো। আল্লাহ পাক সাধারণ মুসলমানদেরকে এই মিথ্যুক দাজ্জালের ফেতনা থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

শুধু 'ইল্লাল্লাহ' এর যিকির বৈধ হওয়ার দলীলসমূহ

১ নং দলীল : হাদীসে ও আরবী ব্যাকরণে মুবতাদা (যার সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হচ্ছে) তাকে বাদদিয়ে শুধু সংবাদ উল্লেখ করার বহু উদাহরণ রয়েছে। যেমন, নতুন চাঁদ দেখার সময় هذا هلال (এইযে চাঁদ) এর স্থলে শুধু هلال- هلال চাঁদ-চাঁদ বলার প্রচলন চলে আসছে। হযরত বেলাল (রা.) কে কাফেররা শাস্তি দেওয়ার সময় তিনি শুধু احد- احد(এক-এক) বলে ছিলেন, অর্থাৎ আমার রব একক তাঁর কোন শরীক নেই। তদ্রুপ 'ইল্লাল্লাহ" এর যিকির যা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা ব্যতীত জায়েয। কেননা প্রথমে অনেক বার 'লা ইলাহা' 'কোন মাবুদ নেই' বলা হয়েছে। এরপর সংবাদ দেওয়া হচ্ছে যে, 'ইল্লাল্লাহ' 'আল্লাহ ছাড়া'। অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই" একথাটিই বার-বার বলা হচ্ছে। এধরণের কথা উক্ত বাক্যগুলোর মতো নিঃসন্দেহে বৈধ।

২ নং দলীল : নামাজের মত ফরজ ইবাদতের সময় নামাজী ব্যক্তি কেরাত পাঠ করার ক্ষেত্রে বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত তেলাওয়াত করার সময় যদি (مستثنى منه) যার থেকে পরের কথাটি বাদ দেওয়া হচ্ছে সেটা উল্লেখ না করেই শুধু (مستثنى) যে হুকুমটি বাদ দেওয়া হচ্ছে। সে অংশটা তেলাওয়াত করেন তাহলে নামাজ সহী হয়ে যায়। যেমন সূরা তিনে যদি এমনভাবে পড়া হয় যে,

اِلاَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بَالدِيْنَ اَلَيْسَ اللهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ

অর্থ : তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছেন ও সৎকাজ করেছেন, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। অতঃপর কেন তুমি কেয়ামতকে অস্বীকার করছ? আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?

অথবা সূরা গাশিয়ায় পড়া হল, إِلاَّمَنْ تَوَلىَّ وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللهُ العَذَابَ الاكبر অর্থ : ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফের হয়ে যায়। আল্লাহ তাকে মহা আযাব দিবেন, এধরণের আয়াত পড়ার দ্বারা যদি নামাজে কেরাতের মতো ফরজ বিধান আদায় হয় এবং এতে কোন অসুবিধা না হয় তাহলে যিকিরের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তা পড়া বৈধ হবে।

৩ নং দলীল : আরবী ভাষার নিয়মনীতি অনুসারে দশটি জিনিস এমন রয়েছে, যেগুলোর পূর্বের আলোচনা ব্যতীত তার দিকে জমীর (সর্বনাম) ফিরানো যায়। যেমন (১) আল্লাহ তাআলা (২) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (৩) কুরআন (৪) মাহবুব বা প্রেমাষ্পদ (৫) ঘোড়া (৬) উট (৭) আসমান (৮) জমিন (৯) সূর্য (১০) তরবারী। এগুলোর কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হচ্ছে।

১নং উদাহরণ : وَاعْلَمْ اَنَّهُ لاَاِلَهَ إِلاَّ اَنَا فَاعْبُدْنِىْএ আয়াতে 'ه' (হু) সর্বনামটি আল্লাহ পাকের দিকে ফিরেছে। অথচ পূর্বে তাঁর কোন আলোচনা হয়নি। এ ধরণের উদাহরণ কুরআন ও হাদীসে অনেক রয়েছে।

২নং উদাহরণ : وَمَاعَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَوَمَا يَنْبَغِىْ لَهُএ আয়াতে " ه" (হু) সর্বনাম দুইটি রাসূলের দিকে ফিরেছে, অথচ পূর্ববর্তী নিকটে তাঁর কথা উল্লেখ নেই।

এ ধরণের ব্যবহার বৈধ হওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়, আলোচ্য ব্যক্তি যেহেতু সর্বদা অন্তরে বিদ্যমান। তাই পূর্বে তাঁর কথা উল্লেখ করা ছাড়াই সরাসরি সর্বনাম ব্যবহার করা বৈধ। (দেখুন : লিসানুল আরব ও ফিকহুল লুগাত)

আরবী সাহিত্যিকগণের নিয়মানুযায়ী যদি পূর্বে আলোচনা ছাড়াই সর্বনাম ব্যবহার করা যেতে পারে। তাহলে যিকিরকারী আল্লাহর পাগল যার অন্তরে আল্লাহ সর্বদা বিদ্যমান। তিনি কেন শুধু الاالله' ইল্লাল্লাহ' এর যিকির করতে পারবেন না আর তা কেন বেদআত হবে?

৪ নং দলীল : কুরআন হাদীস ও আরবী ব্যাকরণের বহু স্থান এমন রয়েছে যেখানে বিভিন্ন শব্দকে রহিত করা হয়েছে।

যেমন

১. কুরআন শরীফে আছে, خيرا لكم এখানে মূল ছিল, انتهوا عن التثليث واقصدوا خيرا لكم এ বাক্য মূল ক্রিয়া তথা ফেয়েল انتهوا কে উহ্য রেখে শুধু خيرا لكم উল্লেখ করা হয়েছে।

২. সূরা ইউসূফে আছে يوسف اعرض عن هذاএখানে মূলত ছিল يا يوسف اعرض عن هذا বুখারী শরীফে আছে, اياك ومكارم اموالهم অথচ এখানে মূল ক্রিয়া ফেয়েলকে উহ্য রাখা হয়েছে, যা মূলত ছিল, اتقك ومكارم اموالهم ।

৩. আরবী ব্যাকরণে আছে, زيدا ضربته যা মূলত ছিল ضربت زيدا ضربته কুরআন, হাদীস ও আরবী ব্যাকরণে এ ধরণের আরো অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে, যেখানে মূল ও বিশেষ বিশেষ শব্দকে উহ্য রেখে তার পরবর্তী শব্দকে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে যিকিরকারী আল্লাহর আশেকগণ বহুবার পূর্ণ কালিমা لااله إلاالله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলার পর لااله (লা ইলাহা) কে রহিত করে শুধু الاالله (ইল্লাল্লাহ) বললে কেন দোষ হবে? বরং কুরআন, হাদীস ও আরবী ব্যাকরণে যখন বিভিন্ন স্থানে বিশেষ বিশেষ শব্দ রহিত করার বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। তখন যিকিরের সময় আল্লাহকে অন্তরে বদ্ধমূল করার জন্য শুধু الاالله (ইল্লাল্লাহ) বলা যে, বৈধ হবে তা সুস্পষ্ট।

"ইল্লাল্লাহ" যিকির সম্পর্কে হাকীমুল উম্মতের ফতোয়া

৫ নং দলীল : হাকীমূল উম্মত মুজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.) 'ইমদাদুল ফতোয়া' নামক কিতাবে الاالله (ইল্লাল্লাহ) যিকির বৈধ হওয়ার প্রমাণ পেশ করে বলেন, হাদীসে مستثنى منه অর্থাৎ যার থেকে পরের কথাটি বাদ দেওয়া হচ্ছে। সেটা উল্যেখ না করেই مستثنى অর্থাৎ যে হুকুমটি বাদ দেওয়া হচ্ছে শুধু সেটা উল্লেখ করার প্রমাণ রয়েছে। مستثنى منه উহ্য রাখার প্রমাণ, বুখারী শরীফে ১খ, ২২পৃ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ঘটনায় الاالاذخر - الاالاذخر বলেছেন। অর্থাৎ مستثنى منه উহ্য রেখে শুধু مستثنى উল্লেখ করেছেন। (আর আমাদের আলোচিত মাসআলায়ও لااله -مستثنى منه (লা ইলাহা) উহ্য রেখে শুধু -مستثنى الاالله (ইল্লাল্লাহ) উল্লেখ করা হয়।

সুতরাং শুধু الاالله (ইল্লাল্লাহ) এর যিকির বৈধ। আর এখানে مستثنى منه গোপন রাখার ব্যাপারে দুই প্রকার দলীল রয়েছে (১) যিকিরকারী প্রথমে পূর্ণ কালিমা যিকির করার পর শুধু الاالله (ইল্লাল্লাহ) এর যিকির করেন। সুতরাং الاالله(ইল্লাল্লাহ) যিকিরের সময় পূর্বে উল্লেখিত لااله (লা-ইলাহা) এর উপর ভিত্তি করেই তা বলতে থাকেন।

প্রত্যেক মুসলমান সর্বদা গায়রুল্লাহকে দূর করে এক আল্লাহকে অন্তরে প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং الاالله (ইল্লাল্লাহ) বলার সময় لااله (লা ইলাহা) অন্তরে বিদ্যমান থাকে। এ দিকে লক্ষ্য করেই الاالله (ইল্লাল্লাহ) এর যিকির বৈধ বলা হয়। (ইমদাদুল ফতোওয়া ৫ খ, ২২৩ পৃ,)

সারকথা : হাকীমুল উম্মত মুজ্জাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.)ও হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণ করলেন যে,শুধু الاالله'ইল্লাল্লাহ' এর যিকির করা বৈধ।

"ইল্লাল্লাহ" যিকির সম্পর্কে শায়খুল হাদীস জাকারিয়া (রহ.) এর ফতোয়া ।

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া (রহ.) বলেন, "আত-তাকাশশুফ" নামক কিতাবের ৭০২ পৃ. আছে, শুধু إلاالله "ইল্লাল্লাহ" এর যিকিরের ব্যাপারে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে. إلاالله " ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ : আল্লাহ ছাড়া। এর পূর্বে ও পরের সাথে কোন সম্পর্ক না থাকায় কথাটি অর্থবহ নয়। এমন যিকিরে কোন নেকী হয় না। সুতরাং তা অর্থহীন ও বেহুদা। তাই এ নিরর্থক কাজ কেন করা হয়? এই প্রশ্নের জবাব নিম্নরূপ।

৬ নং দলীল : (১) বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস যা মেশকাত শরীফের ২৩৮ পৃ. আছে। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবায় বললেন, মক্কা শরীফের ঘাস কাটা হারাম। তখন হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! الاالاذخر ইজখির ঘাস ছাড়া। তখন তিনি

বললেন, الاالاذخر ইজখির ঘাস ছাড়া। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, কোন আলামত পাওয়া গেলে পূর্বে বর্ণিত কোন বাক্যের একাংশের উচ্চারণ দ্বারা সে পূর্ণবাক্য বুঝানো বৈধ হয়। আর "ইল্লাল্লাহ" এর ক্ষেত্রে ঠিক তেমনি হয়েছে। কেননা এর পূর্বে দু'শবার "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর পূর্ণবাক্যের যিকির করা হয়েছে। আর মু'মিনের আকীদা ও তাঁর অন্তরে সর্বদা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" থাকে। এর উপর ভিত্তি করে শুধু "ইল্লাল্লাহ" বার-বার বললে ক্ষতি কোথায়?

৭ নং দলীল : (২) প্রথমে যখন দু'শবার لاإله إلاالله"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর যিকির করা হল বা সে কালেমা বলা হল তখন পরবর্তী চার'শ বার সে لاإله إلاالله"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর একাংশ "ইল্লাল্লাহই" বলা হচ্ছে। কেমন যেন তাতে হুবহু সে কালিমাই বলা হচ্ছে। প্রথম অংশ অন্তরে গোপন থাকে আর দ্বিতীয় অংশ যবানে প্রকাশ পায়। তাই প্রথম দু'শ বার "লা-ইলাহা" এর সাথে দ্বিতীয় বার শুধু "ইল্লাল্লাহ" শব্দটিকে যোগ করে ৪০০ বার বলা হল এবং প্রত্যেক বারই তার সাথে লা-ইলাহা অন্তরে গোপন রইল এতে দোষ কি হতে পারে?

"ইল্লাল্লাহ" এর যিকির সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়া:

৮ নং দলীল : শুধু 'ইল্লাল্লাহ' শব্দের যিকির করা মাশায়েখদের নিকট যে প্রচলিত আছে তা বৈধ। কেননা এর দ্বারা (নফী) না করার পর (ইসবাত) হ্যা করা উদ্দেশ্য। এটা এ জন্য যে, মাশায়েখগণ প্রথমে অনেকবার পূর্ণ কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর যিকির করেন। তারপর 'লা-ইলাহা' নফীকে বাদ দিয়ে শুধু ইছবাত 'ইল্লাল্লাহ' এর যিকির করেন। আর এটা স্পষ্ট যে, শুধু الاالله' ইল্লাল্লাহ' এর যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই।

(ফতোয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৪ খ, ৬৬ পৃ,)

যিকিরের একই শব্দ বার-বার বলা:

আর যে সমস্ত শব্দকে গুরুত্বের জন্য বার'বার আনা হয়, তাকে বার'বার আনার কোন সীমারেখা থাকে না। বিষয়টা যত গুরুত্বপূর্ণ হবে তাকে ততবেশী উল্লেখ করা হবে। যেমন অনেক বর্ণনায় এসেছে যে, কোন কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কথাটি বার-বার বলতেন।

যেমন,

(৯৯)عن أبي بكرة عن أبيه رض قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ألا أنبئكم أكبرالكبائرثلاثا فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت بخاري شريف رقم الحديث ২৬৫৪

(৭৭) অর্থ : হযরত আবু বাকরাহ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গোনাহ সম্পর্কে সর্তক কবর না? কথাটি তিনি তিন বার বললেন, এমনকি আমরা (মনে মনে) ভাবছিলাম, হায় তিনি যদি চুপ করতেন। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ২৬৫৪)

এ জাতীয় আরো অনেক হাদীস আছে। হযরত উসামা (রা.) এক ব্যক্তিকে মুনাফেক মনে করে হত্যা করে দিলেন। ঐ ঘটনার মধ্যে এটাও উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই কথা বারবার বলছিলেন, কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি যখন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" নিয়ে আসবে তখন তুমি কি উত্তর দিবে? (মুসলিম শরীফ, মেশকাত শরীফ ২৯৯ পৃ.)

মেশকাত শরীফের কিতাবুল জেহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আরো একটা জিনিস রয়েছে যা দ্বারা জান্নাতে আল্লহ পাক বান্দার এমন একশত মর্তবা বৃদ্ধি করবেন। যার প্রতিটির দূরত্ব হল আসমান ও জমিনের দূরত্বের ন্যায়। তখন জনৈক সাহাবী বললেন, ঐ জিনিসটা কি? উত্তরে তিনি বললেন,

الجهاد فى سبيل الله الجهاد فى سبيل الله الجهاد فى سبيل الله مشكوة شريف ج ২ ص ৩৩৪

অর্থ : আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ, তিনবার বললেন। যারা হাদীস পড়েন ও পড়ান তাঁদের কাছে এটা অস্পষ্ট নয়। শত-শত হাদীসে একই শব্দকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বার-বার বলেছেন।

এ হাদিস থেকে স্পষ্ট যে একই শব্দ বার বার উল্লেখ করাতে কোন অসুবিধা নেই। আরবীতে একটা প্রবাদ রয়েছে, إذا تكرر الكلام تقرر في القلب অর্থাৎ একই শব্দ যখন বার বার বলা হয়, তা অন্তরে গেথে যায়।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে মিথ্যুক দাজ্জাল খান্নাসদের ফেতনা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।